দৈনিক ইনকিলাব

13 JAN 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মঙ্গলবার বাজারে আসছে

৩ ধাপে ৭৬টি বই ছাড়বে এনসিটিবি : নতুন সংযোজনে সৃজনশীলতা : চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা

রিয়াজ চৌধুরী

২০০৯ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই আগামী ৬ জানুয়ারী (মঙ্গলবার) থেকে বাজারে আসছে। তিনটি ধাপে ৭৬টি বই বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে এনসিটিবি। এবার মাধ্যমিকের সব শ্রেণীর বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি। কভার ও প্রচ্ছদ বদলে আনা হয়েছে নতুনত্ব ও আধুনিকতার ছোঁয়া। তবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কারণে প্রেসের ব্যস্ততা এবং প্রকাশকদের চাহিদা অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করতে না পারায় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বই ছাপা সম্ভব হবে না বলে জানিয়েছে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। এদিকে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, মজুদ কম হলেও নির্ধারিত তারিখেই নির্দিষ্ট সংখ্যক বই বাজারে আসবে। জানা যায়, শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের বই দরকার প্রায় ৬ কোটি। অথচ বাজারে ছাড়া হচ্ছে ২ কোটি ৭৫ লাখ বই। প্রতি বছর সরকারের পক্ষ থেকে নতুন ও পুরনো বই সরবরাহ করা হতো। কিন্তু এবার সৃজনশীল পদ্ধতি সংযোজন করার কারণে পুরনো বই সরবরাহ করা যাবে না। গতবারের মতো পৃঃ ১৮ কঃ ৪

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই

১২-এর পৃষ্ঠার পর

এবারও তিনটি ধাপে মাধ্যমিক স্তরের ৭৬টি বই বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে (এনসিটিবি)। গতবারের সব কভার ও প্রচ্ছদ বদলে ফেলা হয়েছে। বইয়ের মূল্য অপরিবর্তিত থাকছে।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মহির উদ্দিন ইনকিলাবকে বলেন, বই নিয়ে কোন অনিশ্চয়তা নেই। ঘোষিত তারিখের মধ্যেই বই বাজারে আসবে। বই ছাপা সংশ্লিষ্টগণ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২ কোটি ৭৫ লাখ বই-ই বাজারে আসবে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে ৬ কোটি বই দরকার– এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এ তথ্য আমার জানা নেই। আমার জানা মতে, হিসাব অনুযায়ী বই যা দরকার তা ছাপা হচ্ছে। এরপরও যদি আরো বই ছাপানোর দরকার হয়, তাহলে অবশ্যই ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, ছাপার কাজের তদারকি করার জন্য একটি মনিটরিং টিম সক্রিয় রয়েছে। বই ছাপার জন্য ২৯১টি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

আগামী ৬, ১৫ এবং ২৬ জানুয়ারী এই তিনদিনে ৭৬টি বই বাজারে আসবে। ৬ জানুয়ারী ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, অংক এবং নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য, বাংলা কবিতা, ইংরেজি, মাধ্যমিক বীজ গণিত ও মাধ্যমিক জ্যামিতিসহ ১৪টি বই বাজারে আসবে। দ্বিতীয় ধাপে ১৫ জানুয়ারী আসবে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা দ্রুত পঠন, ইংরেজি গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন, ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার, শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু কলা এবং নবম ও দশম শ্রেণীর অর্থনীতি, পৌরনীতি, ব্যবসায় পরিচিতি, ইসলাম শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, উচ্চতর বীজ গণিত, উচ্চতর জ্যামিতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতিসহ ৩৮টি বই।

২৬ জানুয়ারী ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা, বাংলা রচনা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং নবম-দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, ব্যবসায় উদ্যোগ, বাণিজ্যিক ভূগোল, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সহজপাঠ, বাংলা রচনা, হিসাববিজ্ঞান, মাধ্যমিক ভূগোলসহ ২৪টি বই বাজারে আসবে। ২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ২, ১৪ এবং ১৭ জানুয়ারী মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারে এসেছিল।

এবার প্রথমবারের মতো ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব বইয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। তবে সৃজনশীল পদ্ধতির আওতাভুক্ত না হওয়ায় ষষ্ঠ শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা রচনা, ইংরেজি গ্রামার, শারীরিক শিক্ষা, কারু ও চারু কলা এবং নবম-দশম শ্রেণীর ইংরেজি, ইংরেজি গ্রামার, বাংলা ব্যাকরণ ও বাংলা রচনা বইয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সংযোজন করা হয়নি।

প্রকাশক সমিতির এক কর্মকর্তা জানান, প্রেসপাড়া নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকায় বই ছাপার কাজে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। এর মধ্যে থেকেও রাত-দিন কাজ চলেছে এবং এখনো চলছে। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী কাগজ সরবরাহ করতে না পারায় ৬ জানুয়ারী ১৪টি বই বাজারজাত করা হলেও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা যাবে না। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, এবার ষষ্ঠ শ্রেণীর আবশ্যিক বইগুলো ৯ লাখ করে, সপ্তম শ্রেণীর বই ৭ লাখ করে, অষ্টম শ্রেণীর বই ৬ লাখ এবং নবম শ্রেণীর বই ৯ লাখ করে ছাপা চলছে।